ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সানির পথে হাঁটছেন ববিও, সোলজার- ২ শ্যুটিং শুরু কবে থেকে জেনে নিন

পৃঃ ৫

শ্রীলঙ্কা সিরিজে কোহলি-রোহিতকে দলে চান গম্ভীর

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২০৩ ● কলকাতা ● ১০ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৬ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

নথি পরীক্ষার খরচ বহন করতে অপারগ পর্ষদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগের মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দফতর এবং এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির দফতর থেকে যে সমস্ত হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই, তার নথি পরীক্ষার খরচ বহন করতে অপারগ পর্ষদ। নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের দফতরে চিঠি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে তারা। এ বিষয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছে পর্ষদ।কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে প্রাথমিকে নিয়োগ মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। কিছু দিন আগে একটি বিশেষ নির্দেশে হাই কোর্ট জানিয়েছিল, ২০১৪ সালের টেটের ওএমআরের তথ্য উদ্ধার করতে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিতে পারে কেন্দ্রীয় সংস্থা। নির্দেশ দেওয়ার সময় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেছিলেন, সিবিআই যদি ওএমআর তথ্য উদ্ধারে অসমর্থ হয়, তবে তারা দেশের তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত প্রথম সারির সংস্থাগুলির থেকেও সাহায্য নিতে পারে। প্রয়োজনে বাড়তি খরচ বহন করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকেই। আদালতের সেই নির্দেশের পর তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সিবিআইয়ের অধীনস্থ নয় এমন দুই সাইবার বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির দফতরে গিয়েছিল সিবিআইয়ের বিশেষ দল। পর পর কয়েক দিন সেখানে তল্লাশি চলেছে। উদ্ধার করা হয়েছে একাধিক নথি। সেগুলি যাচাই করতে পর্ষদের কাছ থেকে নতুন হার্ড ডিস্ক চাওয়া হয়েছিল। তার পরেই নিজাম প্যালেসে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির দফতরে একাধিক বার হানা দেয় সিবিআই। ২০১৪ সালের প্রাথমিকের উধাও হওয়া উত্তরপত্র বা ওএমআরের খোঁজে ওই দফতরে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একাধিক হার্ড ডিস্ক

এরপর ৩ পাতায়

এবারের নাম বদল একেবারে রাষ্ট্রপতি ভবনে

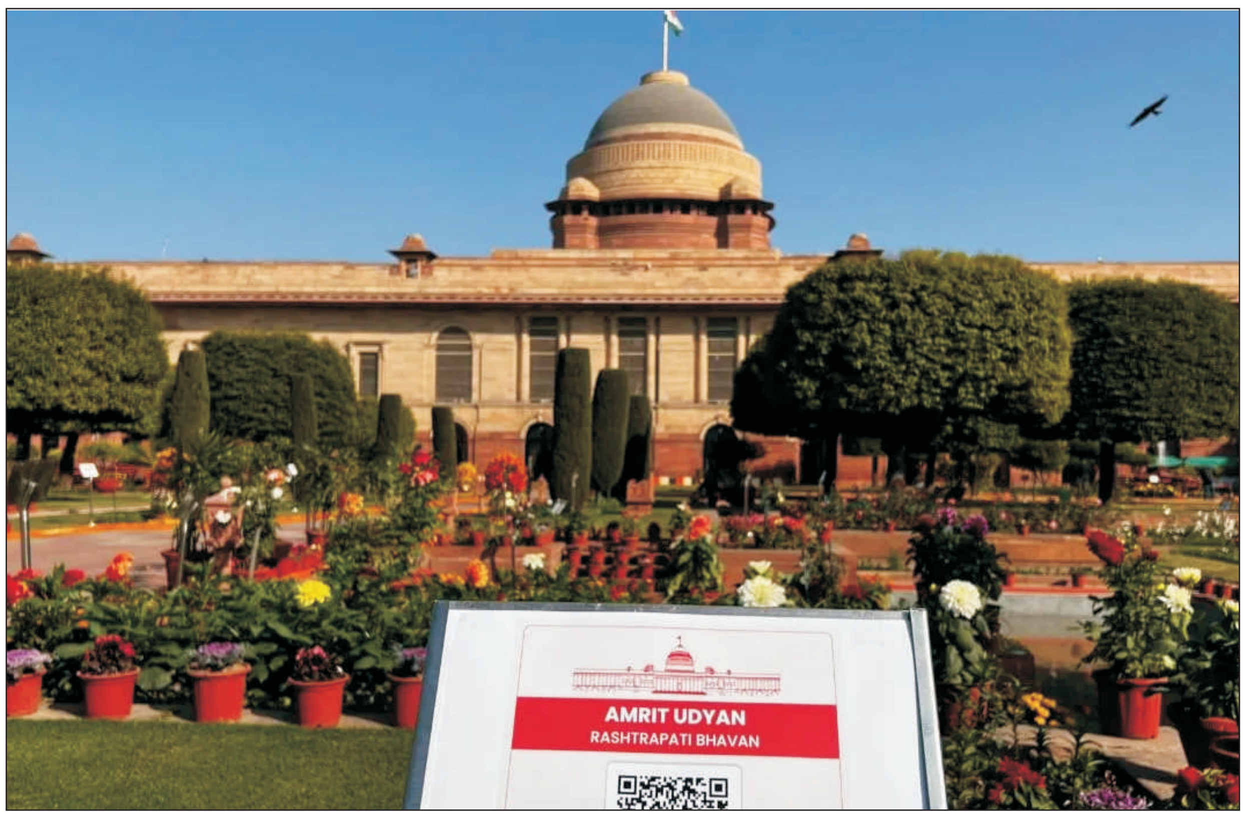

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে' জাগিয়ে রাখতে হবে। এই যুক্তিতেই ফের নাম বদল। এবারের নাম বদল একেবারে রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি ভবনের 'দরবার হল'-র নাম বদলে হলো 'গণতন্ত্র মণ্ডপ'। আর 'অশোক হল'-র নাম বদলে হলো 'অশোক মণ্ডপ'।সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ শাসনের এই নামকরণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে জানিয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন।

বিরোধীরা বিভিন্ন সময়েই বলেছেন দেশের গণতান্ত্রিক পরম্পরা এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ধারণা খর্বই করছে বিজেপি সরকার। 'অহিংসা'-র পরম্পরা ভেঙে রাজনৈতিক ধর্মীয় হিংসাকে সমর্থন করছে বারবার। জনতার কাছে জবাবদিহির ধারণা রয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলে। কিন্তু সেখানেই বিরোধী স্বরকে দমন করা হচ্ছে। সরকার জবাবদিহির দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। নাম বদলও সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে হচ্ছে তা নয়। হচ্ছে আরএসএস'র সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির ধারণা থেকে।কিন্তু দেশের সংবিধান অনুযায়ী সাধারণতন্ত্র বা জনতার রাজের ধারণাকে বিজেপি সরকার কতটা গুরুত্ব বাস্তবে দেয়, উঠেছে সে প্রশ্নও।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের এই দুই ঐতিহ্যময় কক্ষের নাম বদলে নির্দেশিকা জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি ভবনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতির বাসভবন এবং দপ্তর রাষ্ট্রপতি ভবন জাতীয় প্রতীক এবং জনতার অমূল্য ঐতিহ্য। এটিকে জনতার জন্য খুলে দেওয়ার একাধিক প্রচেষ্টা চলছে। রাষ্ট্রপতি ভবনকে ঘিরে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভাবধারার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াসও জারি রয়েছে।"

সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই দুই ভবনের নাম বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দরবার' শব্দের মানে ব্রিটিশ শাসকের বিচারসভা। ভারত সাধারণতন্ত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারণা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।"

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মন্তব্য, "দরবারের ধারণা না থাকলেও দেখা যাচ্ছে এ দেশে 'শাহেনশাহ' ধারণা রয়েছে।" রাষ্ট্রপতি ভবনের বিবৃতিত বলা হয়েছে, "অশোক শব্দের মানে শোকবিহীন। সম্রাট অশোকের ঐক্য এবং সহাবস্থানের নীতির মর্মার্থ রয়েছে এই শব্দে। জাতীয় প্রতীক তিন সিংহ অশোকের সারনাথ থেকে নেওয়া। অশোক গাছও বোঝায় এই শব্দ যা ভারতের ধর্মীয় পরম্পরা এবং শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। 'অশোক হল' থেকে 'অশোক মণ্ডপ' করলে ভাষার সাযুজ্য থাকে এবং ইঙ্গকরণ মুক্ত হয়। সেই সঙ্গে 'অশোক' শব্দের মুখ্য ধারণা বজায় থাকে।"

রাজ্যপাল বোসের মানহানির মামলায় নয়া মোড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল বোসের মানহানির মামলায় নয়া মোড়। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা ঠুকেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।সেই মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে।গত মে মাসে রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন কলকাতা পুলিশের কাছে। সেই নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়। এরই মধ্যে দিল্লিতে এক নৃত্যশিল্পীকে ধর্ষণেরও অভিযোগও সামনে আসে। এরপর বরানগর ও ভগবানগোলা উপনির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল প্রার্থীর শপথকে ঘিরে যখন জটিলতা সৃষ্টি হলে এক প্রশাসনিক বৈঠক থেকে সম্প্রতি মমতা দাবি করেছিলেন, "মহিলারা আমাকে জানিয়েছেন রাজভবনে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির কারণে তারা রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন।" মমতা বলেন, 'রাজভবনে যা কীর্তি-কেলেঙ্কারি চলছে, তাতে মেয়েরা যেতে ভয় পাচ্ছে। আমার কাছে অভিযোগ করেছে ওরা।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জেরেই মামহানির মামলা করেন রাজ্যপাল।এবার সেই সম্মানহানি প্রমাণিত হলে ১১ কোটি টাকা দেওয়ার আবেদন জানালেন রাজ্যপাল।

কেবল ১১ কোটিতেই শেষ নয়, পাশাপাশি কোর্ট ফি বাবদ ৫০ হাজার টাকাও দেওয়ার আবেদনও করা হয়েছে। মমতা-সহ চার জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় এমনই আবেদন জানিয়েছেন বোস। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবীর দাবি, তার মক্কেলের কোনও মন্তব্যের জেরে রাজ্যপালের মানহানি হওয়ার কোনও জায়গাই নেই।

সিভি আনন্দ বোসের করা মানহানির মামলা বর্তমানে

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ □ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

ছয় জেলাকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরীর দাবিতে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দবে সমালোচনায় তৃণমূল

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : বাংলা ও বিহারের ছয় জেলাকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের দাবিকে বাম ও তৃণমূল নেতারা তীব্র নিশানা করেছেন। নিশিকান্ত দুবের এই দাবিকে দেশ তথা বাংলা ভাগে চক্রান্ত বলে আক্রমণ করেছেন তারা। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার লোকসভায় ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেন "ঝাড়খণ্ডের জনবিন্যাস বদলে গেছে। রাজ্য স্থাপনের সময় ঝাড়খন্ডে ৩৬ শতাংশ আদিবাসী ছিল এখন তা ২৬ শতাংশের কম"। তিনি অভিযোগ করেন ঝাড়খন্ড আদিবাসী এলাকায় ব্যাপক হারে ধর্মান্তরের খেলা চলছে। নিশিকান্ত দুবে বলেন, "তিনি যেখানকার সংসদ সেই এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধান আদিবাসী মহিলা। তবে তাঁর স্বামী মুসলিম। অবস্থায় প্রশ্ন জাগে মহিলা যদি আদিবাসী হন তাহলে স্বামী কিভাবে মুসলিম হবেন"? তিনি আরো বলেন এটা হিন্দু মুসলিমের বিষয় নয়। প্রশ্ন হল মুসলিম কারা? তিনি দাবি করেন "এরা সবাই বাংলাদেশী। পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ঝাড়খন্ডে গেলে দেখা যাবে মুসলিমরা আদিবাসী মহিলাকে বিয়ে করছে। স্থানীয় সরকার ও জানে কিভাবে এসব হচ্ছে কিন্তু কেউ কিছু বলবে না"।

ঝাড়খণ্ডের এই সংসদ বলেছেন ঝাড়খন্ডে ইন্ডিয়া ব্লকের জোট সরকার রয়েছে। সেখানকার জে এম এম কংগ্রেস জোট সরকারের বিষয় কিছুই করছেন না। আদিবাসী জনসংখ্যা যে প্রায় দশ শতাংশ কমেছে এ নিয়ে কেউ চিন্তিত নন। এই বিজেপি সাংসদ অভিযোগ করেন "কিশাণগঞ্জ, বিহারের পূর্ণিয়া, আরারিয়া, কাটিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদায় হিন্দু গ্রামগুলিকে ধ্বংস করা হচ্ছে"। তার আরো অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদা থেকে মুসলিমরা আসছেন। তার দাবি "বিহারের পূর্ণিয়া, কাটিহার, কিশাণগঞ্জ, আরারিয়া, মালদা মুর্শিদাবাদকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হোক না হলে এইসব জেলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায় শূন্য হয়ে যাবে"। তিনি স্পিকারের উদ্দেশ্যে বলেন একটি কমিটি তৈরি করে যেখানে টিএমসি লোকেদের অন্তর্ভুক্ত করুন। বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন "নিশিকান্ত দুবের মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আবেগ রয়েছে। তারা পশ্চিমবঙ্গ কে নিয়ে কোন খন্ড বিখন্ডে রাজি নন"। পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, " বিজেপি কিছু করতে পারছে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে পারছেনা। সেই কারণে সাম্প্রদায়িক কথা বলছে। তাঁর প্রশ্ন এভাবে কি দেশে আর একটা পাকিস্তান তৈরি হবে? তৃণমূল কংগ্রেস সর্বশক্তি দিয়ে বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরোধিতা করবে"।

সাদ্দামের বাড়ি থেকে এ বার অস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাদ্দামের বাড়ি থেকে এ বার অস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার রাতে তাঁর পয়তারহাটের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আরও কিছু জিনিস উদ্ধার করা হয়। তার আগে সাদ্দামকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তদন্তে যে নতুন তথ্য উঠে আসে, তার ভিত্তিতেই তল্লাশি চলে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।গত ১৭ জুলাই গভীর রাতে কুলতলিকাণ্ডের মূল পাণ্ডা সাদ্দামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সাংবাদিক বৈঠক করে বারুইপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) পলাশচন্দ্র ঢালি জানান, পুলিশের উপর হামলা চালানোর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাদ্দাম-সহ মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাদ্দামের ভাই সাইরুল-সহ আরও বেশ কয়েক জনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।ওই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অস্ত্রের পাশাপাশি কয়েকটি ধাতব মূর্তিও সাদ্দামের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগে সম্প্রতি কুলতলির জালাবেড়িয়া-২ পঞ্চায়েতের পয়তারহাটে সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যায় পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো সোনার মূর্তি দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। পুলিশ অভিযানে যেতেই সাদ্দামের বাড়ির পাশাপাশি পড়শি মহিলারা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, তখন পুলিশ অফিসারদের মারধরও করা হয়। সাদ্দামের ভাই সাইরুল পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান বলেও অভিযোগ। পুলিশের দাবি ছিল, গুলি কারও গায়ে না লাগলেও স্থানীয়দের মারধরে তিন জন পুলিশ অফিসার জখম হয়েছিলেন। সেই সুযোগেই পালিয়ে যান সাদ্দাম ও সাইরুল। এর পরেই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তল্লাশি চলে সাদ্দামের বাড়িতে। সেই সময় বাড়ির ভিতরে মেলে সুড়ঙ্গ। বাইরে থেকে গ্রিলের দরজা দেওয়া। দরজা খুলে ওই কংক্রিটের সুড়ঙ্গে নেমে পুলিশ দেখে, হাঁটুজল জমে আছে। সুড়ঙ্গটি শেষ হয়েছে পাশের খালে। সেই খাল আবার গিয়ে পড়েছে পাশের মাতলা নদীতে।

এ বার ক্লাবগুলিকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার ক্লাবগুলিকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, বিদ্যুতের বিলে ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে পুজো কমিটিকে অনুদানের বিরোধিতাও করেছেন কেউ কেউ। বনগাঁ শহরের অন্যতম বড় পুজো উদ্যোক্তা মতিগঞ্জ ঐক্য সম্মেলনীর কর্ণধার তথা বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের অনুদানের টাকা নিই না। সরকারি অর্থের অপচয় করে পুজো উদ্যোক্তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে ভোট কেনার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী টাকা না দিলেও দুর্গা পুজো হত। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত, এই টাকা গরিব মানুষের কাজে লাগানো।'

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'দুর্গাপুজো বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব। উৎসবের ধর্মীয় দিক বাদ দিলেও অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। স্বাধীনতার পরে এই প্রয়াস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ নেননি।'গত বছর ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছিল ক্লাবগুলিকে। প্রশাসন সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনায় প্রায় চার হাজার পুজো কমিটি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রায় ২৯০০ পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল।এ বার অনুদানের অঙ্ক বাড়ায় খুশির হাওয়া দুই জেলার অনেক উদ্যোক্তাদের মধ্যেই। কোন খাতে অতিরিক্ত টাকা খরচ করা হবে, সেই পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই। তবে বাড়তি টাকা রাজ্য কোথা থেকে জোগান দেবে, তা নিয়ে নাগরিকদের অনেকে চিন্তিত। এক দিকে যেখানে বাজারে সব পণ্যের দাম বাড়ছে, সেখানে সরকারি অনুদান বাড়ার ফলে আমজনতার পকেটে ঘুরপথে চাপ বাড়বে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।বনগাঁ শহরের অন্যতম বড় পুজো করে অভিযান সঙ্ঘ। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ক্লাবের সম্পাদক অভিতাভ দাস বলেন, 'আমরা এমনিতেই বড় পুজো করি। গত বার রাজ্য সরকারের থেকে ৭০ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। এ বার ৮৫ হাজার টাকা পেলে আরও বড় পুজোর আয়োজন করতে পারব।' ভাঙড়ের কাশীপুর শতধারা প্রমীলা সঙ্ঘের সম্পাদক রিনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা পাড়ার মেয়ে-বৌরা মিলে কয়েক বছর ধরে পুজো করছি। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অনুদানে আমাদের অনেক সুবিধা হয়। ওই টাকা দিয়ে আমরা দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বই-খাতা দেওয়া, বস্ত্র বিতরণ সহ নানা সামাজিক কাজকর্ম করি। এ বছর অনুদান বাড়ায় আমরা আরও বেশি সামাজিক কাজকর্ম করতে পারব।'

অনুমতি না মেলায় রামপুরহাটে শুভেন্দু অধিকারীর ধর্না কর্মসূচি বাতিল হল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বীরভূমের রামপুরহাটে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচি আটকে দিল পুলিশ। শেষ মুহূর্তে পুলিশ এই কর্মসূচির না দেওয়ায় বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। শুভেন্দু বাবু এই বিষয় এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়েছেন। এই ঘটনার পর প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ ডাকলেন বিরোধী দলনেতা। তিনি এই বিষয় আদালতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক্স হ্যান্ডেলের এমনই বার্তা দিয়েছেন। রামপুরার মহকুমা শাসকের অফিসের বাইরে বৃহস্পতিবার একটি ধর্না কর্মসূচিতে যোগ দেবার কথা ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তিন দিন আগে বিজেপির তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় পুলিশের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য পেশ করা হয়নি। এদিন সকালে পুলিশ এই কর্মসূচির অনুমতি না দিলে বিজেপির তরফ থেকে কর্মসূচি বাতিল করা হয়। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, অতীতেও অনেকবার শেষ মুহূর্ত পুলিশ প্রশাসন কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি। শুভেন্দু বাবু এক্স হ্যান্ডেল এ জানিয়েছে রামপুরহাটের কর্মসূচিতে তিনি যাচ্ছেন না। এই কর্মসূচির জন্য তিনি আদালতে যাবেন। আদালতে নির্দেশ মত তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন।

রজব আলী শাহ বাবার বার্ষিক ওরস সম্পন্ন

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : হজরত দাতা কুতুব-ই-বেঙ্গল রজব আলী শাহ বাবার বার্ষিক উরস কলকাতার হেস্টিং-এ বার্ষিক ওরস সম্পন্ন হয়েছে। মাজারের খাদেম মো. আরিফ খান জানান, দুই দিনের এই কর্মসূচিতে বাংলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রজব আলী শাহ বাবার ভক্তরা অংশ নেন। অন্তত ৩০০ বছর ধরে এই উরস পালিত হয়ে আসছে। দরগাহের খাদেম আরিফ খান জানান, রজব আলী শাহ বাবার দরগাহ সকল সম্প্রদায়ের আস্থার একটি বড় প্রতীক এখানে আশেপাশে সেনা এলাকা রয়েছে এবং এখানে নিরাশ মানুষের মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। প্রতি বছর এখানে উরসের আয়োজন করা হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে প্রার্থনা করে। দুই দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে কোরআনখানি, মাহফিল-ই-মিলাদ শরীফ চন্দন ও চাদর পশির আয়োজন করা হয়।

রাতারাতি বিক্রি হয়ে গিয়েছে সরকারের তৈরি বাসস্ট্যান্ড ও পাশের জমি

তেহট্ট: নিউজ সারাদিন : সকলকে অন্ধকারে রেখে রাতারাতি বিক্রি হয়ে গিয়েছে সরকারের তৈরি বাসস্ট্যান্ড ও পাশের জমি! এই বাসস্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেছিলেন বাম আমলের মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ। সেই সময় সরকার জমি অধিগ্রহণ করলেও রেকর্ড পরিবর্তন করেনি বলে জানা গিয়েছে। সেই সুযোগে জমির পুরনো মালিকেরা ওয়ারিশ সূত্রে সেই জমি বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।খোঁজ খবর নিয়ে তাঁরা আরও জানতে পারেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই জমি কৃষ্ণনগরে কোনও এক মহিলার নামে রেকর্ড হয়ে যায়। জমির বর্তমান মালিক রাস্তার পাশে থাকা এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার জন্য হাই কোর্টে মামলা করেন। সে মামলার কপি কয়েক মাস আগে ব্যবসাদের কাছে এসে পৌঁছায়। এই ঘটনা সম্পর্কে অতিরিক্ত জেলা শাসক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর আধিকারিক

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

নথি পরীক্ষার খরচ বহন করতে অপারগ পর্ষদ

এবং সার্ভার। একই উদ্দেশ্যে পর্ষদের দফতরেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। আদালত জানিয়েছিল, এই সংক্রান্ত খরচ পর্ষদকে বহন করতে হবে। সেই অনুযায়ী, বাজেয়াপ্ত করা হার্ড ডিস্কের নথি পরীক্ষার জন্য আরও নতুন হার্ড ডিস্ক প্রয়োজন বলে সিবিআই জানিয়েছিল পর্ষদকে। তার ভিত্তিতেই চিঠি গিয়েছে নিজাম প্যালেসে। পর্ষদ জানিয়েছে, ডিজিটাল নথি পরীক্ষার খরচ তারা দিতে অপারগ। হাই কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তা চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যে তারা খরচের বিষয়টি নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে। সেখানে মামলাটি বিচারাধীন। তাই এখনই খরচ জোগাতে পারবে না পর্ষদ।

১-ম পাতার পর

রাজ্যপাল বোসের মানহানির মামলায় নয়া মোড়

গড়িয়েছে ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানেই হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে তার বাক স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে বলে ডিভিশন বেঞ্চে আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আগে এই মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, আগামী ১৪ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও মানহানিকর বা অসত্য মন্তব্য করা যাবে না।

এরপরই কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের অন্তর্বর্তী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন মমতা। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে মমতার আইনজীবী তার মক্কেলের বাক স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। শুক্রবার এই মামলার শুনানি আছে।

প্রসঙ্গত, সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার আগের শুনানিতে বিচারপতি বলেছিলেন, রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। তাই ওনার বিরুদ্ধে যাতে কোনও অবমাননাকর মন্তব্য করা না হয় সেই বিষয়ে নজর রাখতে হবে। মমতা-সহ চার জনকে রাজ্যপাল সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য না করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।সেই সময় হাইকোর্ট আরও জানায় আগামী ১৪ অগস্ট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় , তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিয়াদ হোসেন এই চার জনকে (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল) রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কংগ্রেস কর্মীকে গাছে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ময়নাগুড়িতে এক কংগ্রেস কর্মীকে গাছে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি-সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও কয়েক জনের নাম রয়েছে অভিযোগপত্রে।তবে এই ঘটনাটিকে রাজনৈতিক কারণে খুন বলে মনে করছে না পুলিশ। তাদের দাবি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে পুরনো বিবাদের জেরেই এই হত্যা। ওই এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে বিবাদ চলছিল। তবে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তাঁদের খুঁজছে পুলিশ। তবে ঘটনাটিতে রাজনীতির যোগ নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। পুলিশের দাবি, প্রতিবেশীদের মধ্যে পুরনো গোলমালের জেরেই এই হত্যা।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মানিক রায়। তিনি ময়নাগুড়ির সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী। খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। মানিকের স্ত্রী

এরপর ৪ পাতায়

২৫-তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ২৬ জুলাই কার্গিল যাবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ২৫-তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ২৬ জুলাই কার্গিল যাবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সেদিন সকাল ৯.২০ নাগাদ কার্গিল যুদ্ধ স্মারক ঘুরে দেখবেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রদ্ধা জানাবেন শহীদদের প্রতি। প্রধানমন্ত্রী প্রথম সামরিক সিনকুন লা সুড়ঙ্গ প্রকল্প প্রথম ভার্চুয়ালি পর্যবেক্ষণ করবেন।

সিনকুন লা সুড়ঙ্গ প্রকল্প ৪.১ কিলোমিটার দীর্ঘ জোড়া টিউব টানেল যা প্রায় ১৫,৮০০ ফুট উচ্চতায় নির্মাণ করা হচ্ছে। নিমু-পদুম-দরচা সড়কের ওপর নির্মিত এই সুঙ্গটি লে-র সঙ্গে সব ধরনের আবহাওয়া উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এর কাজ সম্পূর্ণ হলে এটি হবে বিশ্বের সর্বোচ্চ সুড়ঙ্গ। এই সিনকুন লা সুড়ঙ্গ কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র দ্রুত ও যথাযথ চলাচল নিশ্চিত করবে তা নয়, লাদাখের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযানের ঘোষণা:

৬৩,০০০ গ্রামের ৫ কোটি আদিবাসী মানুষকে এর আওতায় আনার লক্ষ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এ আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য সার্বিক আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকা, যা গত বছরের সংশোধিত অনুমানের থেকে ৭৩.৬ শতাংশ বেশি।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান

আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান চালু করার ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন। এর আওতায় আদিবাসী প্রধান এলাকা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির ৬৩,০০০ গ্রামের ৫ কোটি আদিবাসীকে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জুয়েল ওরাঁও এই প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সুসমন্বিত আর্থসামাজিক বিকাশ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সরকার যে দেশজুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ, এ তারই নিদর্শন।

আদিবাসী উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক আদিবাসী সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সমন্বায়ক মন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি মন্ত্রক, রাজ্য সরকারগুলি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি আদিবাসী উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ নিলে সেগুলির সমর্থন ও সহায়তায়ও এগিয়ে আসে এই মন্ত্রক। এই কাজ যাতে সহজে করা যায় সেজন্য মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বাড়ানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪,৪৯৭.৯৬ কোটি টাকা সেখানে ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৩,০০০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার প্রায় ১৮৯.০২ শতাংশ।

আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা (টিএসপি) বর্তমানে তপশিলি জাতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ডিএপিএসটি) নামে পরিচিত। এর আওতায় আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জলসেচ, সড়ক, আবাসন, বিদ্যুৎ সংযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২টি মন্ত্রক/দপ্তর প্রতি বছর তাদের বাজেট বরাদ্দের ৪.৩ থেকে ১৭.৫ শতাংশ এই খাতে দান করে। সংগৃহীত তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ২০১৩-১৪ সালের তুলনায় প্রায় ৫.৮ গুণ বেড়েছে। ২০১৩-১৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ২১,৫২৫.৩৬ কোটি (আসল খরচ) ২০২৪-২৫ সালে এই তহবিল থেকে ১,২৪,৯০৮ কোটি টাকা খরচ হবে বলে বাজেটে অনুমান করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নসাধন, যাতে তাঁরা দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একসারিতে এসে দাঁড়াতে পারেন। ২০২৪-২৫ সালে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির মধ্যে একলব্য আবাসিক মডেল স্কুল বাবদ ৬,৩৯৯ কোটি, আদিবাসীদের কল্যাণে কাজ করছে এমন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সাহায্যের জন্য ১৬০ কোটি, আদিবাসীদের জন্য উদ্যোগ মূলধন তহবিল বাবদ ৩০ কোটি, প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন বাবদ ১৫২.৩২ কোটি, আদিবাসী গবেষণা, তথ্য, শিক্ষা, সংযোগ এবং ঘটনা বাবদ ৩২ কোটি, আদিবাসী পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষার বৃত্তি বাবদ ১৬৫ কোটি, জাতীয় বিদেশ মেধাবৃত্তি বাবদ ৬ কোটি, প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহাঅভিযান বাবদ ২৫ কোটি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী পণ্যের প্রসারে ১০৭.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্যাংগং হ্রদে পাকাপোক্ত কংক্রিটের সেতু তৈরি করছে চীন

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় প্যাংগং হ্রদের উত্তর এবং দক্ষিণ তীরের একাংশকে জুড়ে চীন তৈরি করচ্ছে পাকাপোক্ত কংক্রিটের সেতু।২০২২ সালে সেখানে লালফৌজের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। সেবার কাঠ এবং ইস্পাতের সেতু বানাচ্ছিল চিনা ফৌজ।পুরনো কাঠ ও ইস্পাতের সেতুটিকে ব্যবহার করে কংক্রিটের সেতু তৈরি করছে চিনা সেনা।ভবিষ্যতে সীমান্তে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি-সহ ভারী সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েনের উদ্দেশ্যেই ওই সেতু বানানো হচ্ছে। যাতে করে ভারতের সঙ্গে সংঘাতের হলে ট্যাঙ্কের মতো অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে পিএলএ। ঘটনাচক্রে, ওই সেতুন দক্ষিণ তীরের অংশেই ২০২০-২১ সালে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল ভারতীয় এবং চিনা সেনা।২০২০ সালে জুনে প্যাংগং হ্রদের কাছে গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। যার পর দফায় দফায় শান্তি আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ কিছুটা সমঝোতায় রাজি হলেও উত্তেজন পুরোপুরি প্রশমণ হয়নি কখনই।

দরবার হল' এবং 'অশোক হল'-এর নাম পরিবর্তন করে

যথাক্রমে 'গণতন্ত্র মণ্ডপ' ও 'অশোক মণ্ডপ' রাখা হয়েছে

নতুন দিল্লি, ২৫ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতের রাষ্ট্রপতির নিবাস ও কার্যালয় রাষ্ট্রপতি ভবন দেশের জনগণের কাছে এক অনন্য ঐতিহ্য। জনগণের কাছে এটি আরও সহজে উপলব্ধ করতে অবিরাম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারতীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রপতি ভবনের অন্দরমহল সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। সেই মতো রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ হল-এর নাম পরিবর্তন করেছেন। 'দরবার হল' এবং 'অশোক হল'-এর নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'গণতন্ত্র মণ্ডপ' ও 'অশোক মণ্ডপ' রাখা হয়েছে।

'দরবার হল'-এ জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচির আয়োজন হয়। দরবার কথাটির অর্থ সমাবেশ। ভারতীয় শাসক ও ব্রিটিশদের সঙ্গে যা জড়িয়ে রয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এর গুরুত্ব হারিয়েছে। তাই প্রাচীনকাল থেকে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গণতন্ত্রের কথা মাথায় রেখে এই হলের নাম বদলে করা হল্‌গণতন্ত্র মণ্ডপ্‌। 'অশোক হল'-টি বাস্তবে একটি বল রুম। অশোক শব্দটির অর্থ এমন কাউকে বোঝায় যিনি সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্ত। পাশাপাশি অশোক কথাটি সম্রাট অশোকের সঙ্গে জড়িত। একতা এবং শান্তির সহাবস্থানের প্রতীক হিসেবে পরিচিত সম্রাট অশোক। ভারতের জাতীয় স্তম্ভ হল সিংহ, যা সারনাথে সম্রাট অশোকের রাজধানীর প্রতীক। এই শব্দটি অশোক গাছের সঙ্গেও যুক্ত, যা ভারতের কলা-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে রয়েছে। 'অশোক হল'-এর নাম বদলে 'অশোক মণ্ডপ' করায় অশোক শব্দটির মূল অর্থের সঙ্গে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আইজলের আই আই এম সি-তে

ভারতের ৫০০ তম কমিউনিটি রেডিও স্টেশন- আপনা রেডিও ৯০.০ এফএম-এর সূচনা করেছেন

নতুন দিল্লি ২৫ জুলাই ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ দশম জাতীয় কমিউনিটি রেডিও পুরস্কার বিজেতাদের নাম ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রী ভারতে ৫০০ তম কমিউনিটি রেডিও স্টেশনেরও উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগন এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালদুহোমার উপস্থিতিতে। আপনা রেডিও ৯০.০ এফএম স্টেশনটি পরিচালনা করে আইজলের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন।

ভারতের কমিউনিটি রেডিওর যাত্রাপথে এটি একটি মাইল ফলক বলে ঘোষণা করে শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আপনা রেডিও স্টেশনের আওতায় থাকা এলাকার মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্বোধন সরকারের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক।

মন্ত্রী মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য রেল বাজেটে রেকর্ড অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, এতে মিজোরামে ভালো রেল সংযোগের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সফল হবে । মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালদুহোমা সমাবেশে ভাষণে বলেন, আইজলের আইআইএমসি-র আপনা রেডিও স্টেশনটি রাজ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় লিখবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগন এই ধরনের কেন্দ্রগুলির সামাজিক উপকারিতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, বেসরকারি রেডিও চ্যানেলের বাণিজ্যিক চরিত্রের উল্টোদিকে কমিউনিটির রেডিও স্টেশনগুলি স্থাপিত হয় দূরতম স্থানে তথ্য পৌঁছে দিতে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু বলেন, কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলি কৃষি, কৃষক কল্যাণের জন্য সরকারি কর্মসূচি, আবহাওয়া ইত্যাদি

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২০৩ সংখ্যা ২৬ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার ১০ শ্রাবণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

'পৃথক রাজ্যের' দাবিতে উৎসাহ দেখিয়ে ও দেখাননি বিজেপি নেতৃত্ব

ভোটের সময় 'পৃথক রাজ্যের' দাবিতে উৎসাহ দেখাননি বিজেপি নেতৃত্ব। তা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিলই। ভোটের পর আরও চওড়া হয় 'সম্পর্কের ফাটল'। এই পরিস্থিতিতে এ বার সংসদেই গ্রেটার কোচবিহারের দাবিতে সরব হলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। সেই সঙ্গে বার্তাও দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে।এরই মাঝে শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে অনন্তকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষোভ যে প্রশমিত হয়নি, তা ঠারেঠোরে তখনই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অনন্ত। অনেকের মতে, তার ফল্গু অনন্তের 'খাস' এলাকা কোচবিহারে এ বার হেরেছে বিজেপি। ভোটপর্ব মিটতেই মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার পরে পরেই অনন্ত কেন শাহি-বৈঠকে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। বিজেপি সূত্রে খবর, সে বারও শাহের কাছে পৃথক রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়েই গিয়েছিলেন অনন্ত। কিন্তু শাহ তাতে কান দেননি! অনন্তকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, দল রাজ্যভাগের নীতিতে হাঁটবে না। জেলার এক বিজেপি নেতার কথায়, "আর কোনও উপায় না দেখে এ বার বাধ্য হয়েই সংসদে পৃথক রাজ্যের দাবি তুলেছেন অনন্ত মহারাজ। কিন্তু এতে বিশেষ কাজ হবে বলে মনে হয় না।"যা স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে ফেলেছে পদ্মশিবিরকে! যদিও অনন্তের এই দাবিতে দল যে পাশে নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিজেপির আর এক রাজ্যসভা সাংসদ তথা রাজ্যে দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপি বাংলা ভাগের নীতিতে বিশ্বাস করে না। ঘটনাচক্রে, বুধবারই বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্ব ভারতে জুড়তে অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

দীর্ঘ দিন ধরেই কোচবিহারকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবিতে সরব গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা অনন্ত। সংগঠন সূত্রে খবর, তাদের পৃথক রাজ্যের দাবি মেনে নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনন্তকে রাজ্যসভা পাঠিয়েছে বিজেপি। পরিবর্তে বিজেপির নজরে ছিল রাজবংশী ভোট। কিন্তু ভোট ঘোষণার পরে বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন অনন্ত। দাবি করেছিলেন, শাহ তাঁকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোচবিহার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হচ্ছে না। অনন্তের ক্ষোভের প্রভাব লোকসভা ভোটে কোচবিহার পড়েছে বলে অনেকের মত। শাহের প্রাক্তন ডেপুটি, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক কোচবিহারে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বসুনিয়ার কাছে হেরে গিয়েছেন। যার জন্য স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব অনন্তের দিকেই আঙুল তুলেছিলেন। দাবি করেছিলেন, অনন্ত বিজেপির হয়ে প্রচারে নামেননি। আর রাজবংশী ভোটও তৃণমূলের দিকে গিয়েছে। এ নিয়ে জল্পনার আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা চলেছিল ঘরে-বাইরে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ন'দিনের মাথায় শাহের সঙ্গে অনন্ত দেখা করলেও টানাপড়েন যে ছিলই, তা বুধবারের দাবিতেই স্পষ্ট।

বুধবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গ্রেটার কোচবিহার ঘোষণার দাবি জানান অনন্ত। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে কোচবিহারের অন্তর্ভুক্তিকে বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত বলে মনে করে 'গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংগঠন চায়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা করে 'গ্রেটার কোচবিহার' তৈরি হোক। ২০১৫ সাল থেকে এই দাবি তুলে আসছে সংগঠনটি। স্বাধীনতার পর কোচবিহারের মানুষের প্রতি যে অবিচার হয়েছে, তা যাতে শোধরানো হয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের কাছে সেই দাবি করলেন অনন্ত।অনন্তের এই দাবির প্রেক্ষিতে অবশ্য শমীক বলেন, "খণ্ড-বিখণ্ডে বিশ্বাস করে না বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সীমারেখা বজায় রাখাই বিজেপির নীতি।"বিজেপির সঙ্গে অনন্তের দরকষাকষির মূলেই ছিল আলাদা রাজ্য। অনেকের মতে, অনন্ত যাতে সেই দাবি নিয়ে আর প্রকাশ্যে 'আস্ফালন' না করেন, তা নিশ্চিত করতেই তাঁকে দলের করে নিতে চেয়ে সাংসদ করে বিজেপি। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই হয়েছে। ২ মার্চ বিজেপি প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। তার পরের দিন অনন্ত প্রকাশ্যেই দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কথা জানান। তিনি দাবি করেছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে ফোনে জানিয়েছেন, কোচবিহার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হচ্ছে না। সেই বার্তা তিনি সবাইকে জানান। তা থেকে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন নিয়েও তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলেও অভিযোগ ছিল অনন্তের। সাধারণ মানুষ চাইলে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকেও পদত্যাগ করবেন বলেও জানান। তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। নিজের বক্তব্য জানিয়ে সেই সময়েই নয়াদিল্লিতে যান মহারাজ। কিন্তু তিনি সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

ভগবান উপলব্ধি করেছিল স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কথা না বললে আজ এই লেখাটির অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - অজ্ঞের হৃদয়ে অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে সম্প্রদায় সৃষ্টি, দলগঠন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে অবতার বলে প্রচার করে হরেক রকম আজগুবি ঘটনার সৃষ্টি এবং ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও বাণিজ্য চলছে। ব্যাপক আকাশকে যেমন হাতের মুঠোয় আনা যায় না যা কল্পনা করা যায় মাত্র তেমনি সর্বব্যাপক ভগবানকে তাঁর বিশালত্ব ত্যাগ করে নারীর গর্ভাশয়ে রজবীর্যসহ জন্ম নেন এ কল্পনা পাগলের প্রলাপ মাত্র।

অবতার ও ঈশ্বর।স্বামী বিবেকানন্দর এই কথাগুলো আজ হয়তো আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছি ,অনেকে পারছি না। তবে ভগবানের লীলাখেলার ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে সারা ভারতবর্ষের মাটিতে। সেই কারণেই জন্মাষ্টমী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব। এক সময় ঢাকাবাসী এ জন্মাষ্টমী উৎসব অথবা জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। বর্তমানে এর ছোঁয়া থাকলেও আগের সেই জৌলুস আর নেই। জন্মাষ্টমী এ অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উৎসব ছিল, যে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

রাতারাতি বিক্রি হয়ে গিয়েছে সরকারের তৈরি বাসস্ট্যান্ড ও পাশের জমি

প্রলয় রায় চৌধুরী জানান, এই সম্পর্কে আমার বিশদে জানা নেই, খোঁজ খবর নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার পলাশিপাড়ায়। যদিও এই ঘটনা সম্পর্কে পলাশিপাড়া বিএলআরও অফিসের আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জেলার ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ জুলাই ১৯৭৯ সালে পলাশিপাড়ায় জলঙ্গি নদীর উপর মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর হাত দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সেতুর উদ্বোধন হয়। সেই সময় সেতুর দুপাশে বেশ কিছু জমি খালি পড়ে ছিল। রাস্তা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিছুদিন পর সেতুর ঠিক দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার পশ্চিম দিকে তৈরি হয় পলাশিপাড়া বাস স্ট্যান্ড। পাশাপাশি এই বাসস্ট্যান্ডের সামনে পিডব্লিউডির জায়গায় তৈরি হয় বেশ কিছু ছোট ছোট দোকান। বাম আমলের মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ ও প্রয়াত আরেক মন্ত্রী কমলেন্দু সান্যাল বাসস্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেছিলেন। এভাবেই চলছে দীর্ঘদিন। এখনও সেই বাসস্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়।হঠাৎ মাস কয়েক আগে বাসস্ট্যান্ডের সামনে থাকা ব্যবসায়ীদের কাছে উচ্ছেদের জন্য হাই কোর্টের নোটিশ আসে। সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন সেতুর দুই পাশে রাস্তা করার জন্য যে সমস্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছিল সেই সব জমির রেকর্ড পূর্বতন জমির মালিকদের নামেই রয়ে গিয়েছে। এবং সেই মালিকদের কোনও একজন ওয়ারিশ বাসস্ট্যান্ডের সেই জমি বিক্রি করে দেন।

৩ পাতার পর

কংগ্রেস কর্মীকে গাছে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল

জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরেই তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের ঝামেলা চলছে। তাঁদের ভয়ে মানিক পরিবার নিয়ে পাঁচ বছর শিলিগুড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পরেই এই ঘটনা। মানিকের স্ত্রীর কথায়, "আমার স্বামী নদী থেকে বালি তুলতে বাধা দিয়েছিল। ওরা আমাদের জমি দখলেরও চেষ্টা করে। পাঁচ বছর ধরে আমাদের জমি দখল করতে চাইছিল তৃণমূল কর্মীরা, তা নিয়ে অভিযোগ হয় ময়নাগুড়ি থানায়। সেই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাদের চাপ দেওয়া হতে থাকে। আমার স্বামীকে তৃণমূল করার জন্যও চাপ দেওয়া হত। বলত, এলাকায় থাকতে হলে তৃণমূল করতে হবে।"স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি থেকে গত রবিবার পরিবার নিয়ে ফিরেছিলেন মানিক। তার পর আবার তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে মানিককে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা। গাছে বেঁধে তাঁকে মারধর করা হয়। ভোরে মৃত্যু হয় মানিকের।

এই ঘটনায় দুই মহিলা-সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের স্ত্রী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতিও। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেন, "তৃণমূলের কদর্য রূপ আবার প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের পর থেকে মানিক ময়নাগুড়িতে থাকতে পারছিলেন না। তাঁকে ঘরছাড়া হতে হয়। শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পর তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। তার পর মানিককে ডেকে নিয়ে গিয়ে তৃণমূলের কর্মীরা সংগঠিত ভাবে গাছে বেঁধে পিটিয়ে তাঁকে খুন করেন। রাজনৈতিক কারণে এই খুন। বাংলায় এ ভাবেই বিরোধী স্বরকে দমন করা হয়।"

তৃণমূলের জেলা সম্পাদক অরূপ দে যদিও এ প্রসঙ্গে এখনই মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, "ঘটনার কথা শুনেছি। তবে আমি এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু এখনও জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। তার পর জানাব।"জলপাইগুড়ির এসপি খণ্ডবহালে উমেশ গণপত বলেন, "বৃহস্পতিবার সকালে মৃতের স্ত্রী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাতে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে একই এলাকার কয়েক জন ব্যক্তি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পুরনো শত্রুতার জেরে তাঁর স্বামীকে মারধর করেন। পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে এবং ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসে। ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় নারায়ণ রায়, রাজকুমার রায়, মিঠুন দাস, দিলীপ রায়, আমন দাস, উত্তম রায়, মাধব রায়, বাপ্পা রায়, সবিতা রায়ের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই সুন্দরবনআঠারো ভাটির দেশ। সুন্দরবনে রাজ করে দানব দেবতা দক্ষিণরায়, তাঁর রাজত্বে পেটের টানে ঢুকে পড়া ভাটির মানুষদের বাঘ হয়ে খেয়ে ফেলে সে। বনবিবি আর তাঁর মুগুরধারী ভাই জঙ্গলি শাহ, সেখানে এসে যুদ্ধে হারায় দক্ষিণরায়কে। চুক্তিও হয়, বাদাবনের যে অংশে মানুষের বাস, তা থাকবে বনবিবির আঁচলের তলায়। আর গভীর দক্ষিণের জল-মাটি দক্ষিণ রায়ের থাবায়। ক্রমশঃ

৩ পাতার পর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আইজলের আই আই এম সি-তে ভারতের ৫০০ তম কমিউনিটি রেডিও স্টেশন- আপনা রেডিও ৯০.০ এফএম-এর সূচনা করেছেন

সংক্রান্ত তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। দশম জাতীয় কমিউনিটি রেডিও পুরস্কার বিজেতাগণ

বিভাগ: ভাবনাভিত্তিক পুরস্কার

- প্রথম পুরস্কার: টেক সখী অনুষ্ঠানের জন্য বিহারের সারন জেলার রেডিও ময়ুর
- দ্বিতীয় পুরস্কার: নিরঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য কেরলের রেডিও কোচি
- তৃতীয় পুরস্কার: মেরি বাত অনুষ্ঠানের জন্য উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের হ্যালো দুন

বিভাগ : অত্যন্ত উদ্ভাবনমূলক সমাজ সংযোগ পুরস্কার

- প্রথম পুরস্কার : কাহানি সুনন্দাছি অনুষ্ঠানের জন্য মহারাষ্ট্রের ইয়েরলাওয়ানি সাংলি
- দ্বিতীয় পুরস্কার: লেটস বিল্ড • নিউ নর্ম অনুষ্ঠানের জন্য তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের ভায়লাগা ভানোলি
- তৃতীয় পুরস্কার: মেইড দিদি অনুষ্ঠানের জন্য উত্তরপ্রদেশের সালাম নমস্তে নয়ডা

বিভাগ : স্থানীয় সংস্কৃতি প্রসার পুরস্কার

- প্রথম পুরস্কার : ইগারেকুন অনুষ্ঠানের জন্য অসমের ডিব্রুগড়ের রেডিও ব্রহ্মপুত্র
- দ্বিতীয় পুরস্কার: এন মাক্কালুদান অরু পায়ানাম অনুষ্ঠানের জন্য তামিলনাড়ুর নীলগিরির রেডিও কোটাগিরি
- তৃতীয় পুরস্কার: আং প্রদেশ কি অদ্ভুত ধরোহর অনুষ্ঠানের জন্য বিহারের ভাগলপুরের রেডিও অ্যাকটিভ

বিভাগ : দীর্ঘস্থায়িত্ব মডেল পুরস্কার

- প্রথম পুরস্কার : কেরলের কোল্লমে বিশপ বেনজিগার হসপিটাল সোসাইটি পরিচালিত রেডিও বেনজিগার
- দ্বিতীয় পুরস্কার: ইয়াং ইন্ডিয়া পরিচালিত ওড়িশার কোণারকের রেডিও নমস্কার
- তৃতীয় পুরস্কার: শরণবাসবেশ্বর বিদ্যা বর্ধক সংঘ পরিচালিত কর্ণাটকের গুলবর্গার রেডিও অন্তরওয়ানি

মন্ত্রক ২০১১-১২ সালে জাতীয় কমিউনিটি রেডিও পুরস্কারে প্রচলন করে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন(সিআরএস)গুলির মধ্যে উদ্ভাবন এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিতে।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema

কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন রিচা, সুখবর ভাগ করে জানালেন আলি ফজল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মী আগমনের খবর মিলতেই বেজায় খুশি অনুরাগীরা। রিচা চাড্ডার কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে ফুটফুটে কন্যাসন্তান। আর বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ জুলাই এই সুখবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন স্বামী অভিনেতা আলি ফজল। এই বছর বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই তাঁদের ঘরে নতুন সদস্য আসছে বলে সু-খবর দিয়েছিলেন রিচা ও আলি।

অবশেষে এসেছে সেই শুভদিন। অবশ্য কন্যার জন্ম দিন দুয়েক আগে ১৬ জুলাই দিয়েছেন রিচা। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই কথা সকলকে জানালেন আলি। এরপরেই রিচা এবং আলির বিভিন্ন স্যোশাল মিডিয়া সাইটে বয়ে গিয়েছে শুভেচ্ছার বন্যা।

এইতো কয়েকদিন আগেই, অর্থাৎ ১৪ জুলাই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে প্রেগন্যান্সি ফটোশুটের মিষ্টি ছবি পোস্ট করে সকলের সঙ্গে আসন্ন খুশির মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছিলেন আলি ফজল ও রিচা চাড্ডা। আর এবার ঘরে এল নতুন সদস্য। সন্তান সুস্থ রয়েছে।

'আমাদের পরিবারের সকলে ভীষণ খুশি। এত ভালোবাসা এবং আশীর্বাদের জন্য শুভাকাঙ্খীদের অসংখ্য ধন্যবাদ, ১+১= ৩, ছোট্ট হৃদস্পন্দনই এখন আমাদের কাছে পৃথিবীর সবথেকে বড় শব্দ।' সুখবর দিয়ে পোস্টার ক্যাপশনে লিখেছেন আলি ফজল। পোস্টের কমেন্ট বক্সে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সকলে।

সময়টা বেশ ভালো যাচ্ছে তারকা দম্পতির। একদিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির 'হীরামাণ্ডি'তে লাজ্জ যানের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের দেদার প্রশংসা কুড়িয়েছেন রিচা। আর অন্যদিকে সুপারহিট ওয়েব সিরিজ মির্জাপুর ৩-এ গুড্ডু পণ্ডিতের ভূমিকায় ধামাকা করেছেন আলি ফজল।

আর এবার রইল লাইফের পাশাপাশি রিয়েল লাইফেও বড় প্রাপ্তি হল এই তারকা দম্পতির, তা বলা বাহুল্য। গর্ভবতী অবস্থাতেই সোনাক্ষী সিনহা, অনন্ত আম্বানির বিয়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছেন রিচা। আর এবার শুরু তাঁর জীবনের নয়া অধ্যায়।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে আইনি মতে অভিনেতা আলি ফজলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা। এরপর সামাজিকভাবে বিয়ে সারেন ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে। এর বছর ২ পরেই দুই থেকে তিন হলেন এই তারকা দম্পতি।

যৌন সম্পর্ক নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য জাহ্নবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কয়েকদিন আগে ছবির প্রচারে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী এবং বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। এবার যৌনতা নিয়ে কথা বলে ফের নেটপাড়ার হাসির খোরাক জোগালেন শ্রীদেবী কন্যা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরোক্ষভাবে শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে সম্পর্কের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেন জাহ্নবী। কিন্তু ঘনিষ্ঠতার কথা উঠতেই আরেক বেফাঁস মন্তব্য করেন জাহ্নবী। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যম রেডিটে জাহ্নবীর সেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওতে তাকে স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ানের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। এক সংবাদমাধ্যমের তরফে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানেই মজা করে ডেটিং নিয়ে নানান কথা বলেন।

জাহ্নবীর কথায়, 'ভালোবাসার দেবতাকে অনুরোধ, দয়া করে কোন প্রসাধনী ভালো সেসব নিয়ে কথা না বলে, জীবনে সুস্থভাবে বাঁচতে কী করা উচিত, সেটা নিয়ে কথা বলা।' তবে প্রেমের প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে ঘনিষ্ঠতার কথা।

তখনই জাহ্নবী বলেন, 'সম্পর্কের ক্ষেত্রে রেড ফ্ল্যাগ নয়, রেড ক্রসের কথা মাথায় রাখুন। প্রেম থাকুক, তবে ক্লিনিক্যাল বিষয়টিও যেন মাথায় থাকে। কারণ শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সময় ত্বকের সঙ্গে ত্বকের স্পর্শে এইচপিএম (হিউম্যান প্যাপিলোমা) ভাইরাস ছড়াতে পারে। হ্যান্ডশেক বা চুমুতে সমস্যা নেই। যৌনাঙ্গের সংস্পর্শেই কিন্তু সমস্যা হয়।'

অর্থাৎ জাহ্নবী নিজের কথার মাধ্যমে 'নিয়ন্ত্রিত যৌনতা'-র কথাই বলেছেন। তবে পুরো বার্তাটিই জাহ্নবী কাপুর মজার ছলে দিয়েছেন। কিন্তু জাহ্নবীর এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে আসতেই ট্রলের বন্যা বয়েছে।

কার জন্য ঘর ভাঙছে নীলাঞ্জনার? যীশুর জীবনে কি অন্য নারী? কেন স্ত্রীর সঙ্গে থাকছেন না অভিনেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত এবং নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের সংসার নাকি ভাঙতে চলেছে। তুঙ্গে জল্পনা। ২০ বছরের দাম্পত্য নাকি কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় নারী। যীশু নাকি নীলাঞ্জনার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকছেনও না।

অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিকের মেয়ে নীলাঞ্জনা। কয়েক মাস আগেই মারা গিয়েছেন অঞ্জনা ভৌমিক। মেয়ের কাছেই থাকতেন। উত্তম কুমারের নায়িকা হিসেবেও অভিনয় করেছেন একাধিক ছবিতে। অল্প সংখ্যক ছবিতে অভিনয় করলেও অঞ্জনা সেনগুপ্ত বেশ নাম করে ফেলেছিলেন।

অভিনয় ছেড়ে দিয়ে তিনি মুম্বইয়ে থাকতেন। মায়ের সুবাদেই মেয়ে নীলাঞ্জনা ভৌমিক বাংলা চলচ্চিকত্রের জগতে পা রাখেন। প্রথমে বেশ কিছু টেলি সিরিয়াল করে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই যীশু সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয়। এবং তাঁরা বিয়ে করেন। তাঁদের দুই কন্যাও রয়েছে। কিন্তু সব ঠিক থাকলেও হঠাৎ করে কয়েকদিন আগে শোনা যায় নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। খবর জানাজানি হতেই কানাঘুসো শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নীলাঞ্জনা নিজেই শেয়ার করেছিলেন যে ডিহাইড্রেশনের কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপরে একে একে খবর ছড়াতে শুরু করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যীশুর সঙ্গে নিজের সব ছবি মুখে দিয়ে নীলাঞ্জনা লিখেছেন একটু সময় চাই। এমনকী সেনগুপ্ত পদবীও নিজের নামের থেকে সরিয়ে ফেলেছেন নীলাঞ্জনা।

তাতে তাঁদের সম্পর্কে বিচ্ছেদের জল্পনা আরও পাকা হয়। শোনা যাচ্ছে যীশু নাকি অন্য নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সেটা জানার পরে আর মেনে নিতে পারছেন না নীলাঞ্জনা। জানা গিয়েছে এক দক্ষিণী সহকর্মীর সঙ্গে নাকি মন দেওয়া নেওয়া হয়েছে যীশুর। যদিও তিনি অভিনেত্রী নন। মুম্বই এবং দক্ষিণ ভারতের একাধিক ছবিতে কাজ করছেন যীশু সেনগুপ্ত। সেকারণে কলকাতায় তিনি থাকেন না বললেই চলে। আর এই দূরত্বই যীশু-নীলাঞ্জনার সম্পর্কের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কয়েকদিন আগে একটি ছবির প্রচারে কলকাতায় এলেও যীশু নাকি নীলাঞ্জনার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকছেন না। আলাদা থাকছেন তিনি। নীলাঞ্জনা তাঁর কঠিন সময়ে দুই মেয়ে এবং বোনকে পাশে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তবে কোথাও যীশুর নাম লেখেননি তিনি। হাসপাতাল থেকে বাড়িও ফিরেছেন নীলাঞ্জনা।

সানির পথে হাঁটছেন ববিও, সোলজার- ২ শ্যুটিং শুরু কবে থেকে জেনে নিন

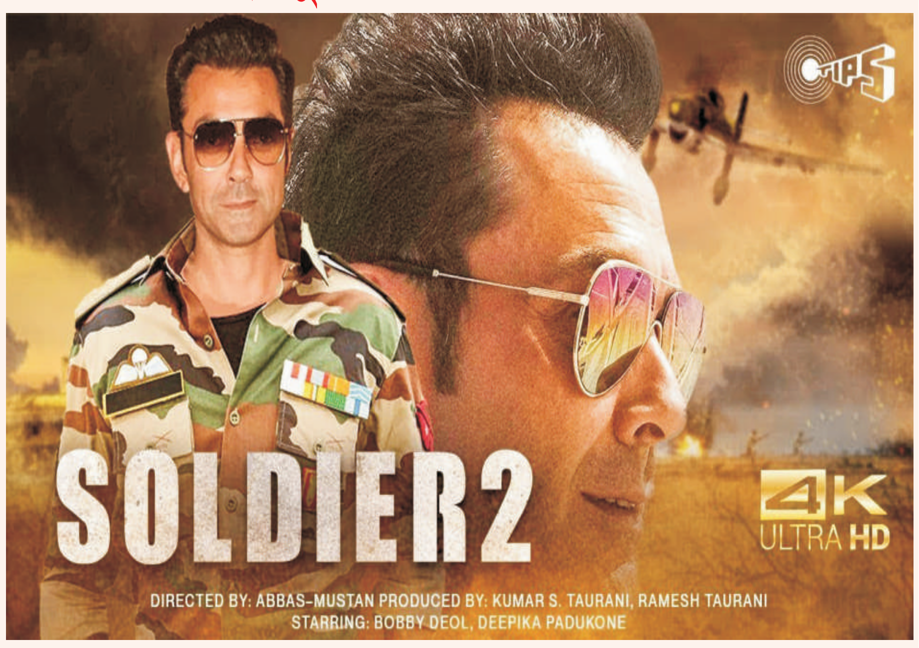

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে ফের কামব্যাক করেছেন সানি-ববি। ধর্মেন্দ্র দুই পুত্রে দুর্ধর্ষ কামব্যাকে মুগ্ধ নেটপাড়া। একের পর এক ছবির অফার রয়েছে তাঁদের হাতে। সানি দেওলের পথে হেঁটেই এবার নিজের ছবির সিক্যুয়েলে কাজ শুরু করতে চলেছেন ববি দেওল।

প্রযোজক রমেশ তুরানি জানিয়েছেন, ২০২৫ সাল থেকেই সোলজার ছবির সিক্যুয়েলের শ্যুটিং শুরু করবেন তিনি। ববি দেওলের জনপ্রিয় হিট ছবি গুলির মধ্যে একটি সোলজার। এবার সেই ছবির সিক্যুয়েল নিয়ে আসছেন তিনি। ১৯৯৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল ছবিটি। তাতে ববি দেওলের সঙ্গে ছিলেন প্রীতি জিন্টা।

একেবারে হিট জুটি তৈরি হয়েছিলেন ছবিতে তাঁরা। আব্বাস মস্তানের সঙ্গে প্রথম কাজ ছিল ববি দেওলের। প্রথম ছবিতেই সুপার হিট। যেবছর কুছ কুছ হোতা হ্যায় রিলিজ করেছিল সেবছরই মুক্তি পেয়েছিল ছবিটি। তাতেও বক্স অফিসে সাফল্যে পেয়েছিল।

তারপরে একাধিক ছবিতে ববি দেওল কাজ করলেও মাঝে তাঁকে আর কোনও ছবিতে দেখা যাচ্ছিল না। এক কথায় অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন ববি দেওল। মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন অভিনেতা। নিজেই সেকথা জানিয়েছিলেন তিনি। সংসার চলত স্ত্রীর রোজগারে। সেই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যানিম্যাল ছবিতে কামব্যাক করেন ববি। অভিনেতার কামব্যাকে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শকরা।

তারপরেই তিনি জানিয়েছিলেন যে সোলজারের সিক্যুয়েল তৈরি কথা বার্তা হচ্ছে। প্রযোজক তৌরানির সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর। তবে এই ছবিতে কে কে থাকবেন তা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অ্যানিম্যাল ছবির সাফল্যের পর ববি দেওল একটি সাক্ষাৎকারে এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও কোনও কিছু নিশ্চিত হয়নি। অবশেষে ফাইনাল হয়েছে সব কিছু।

শ্রীলঙ্কা সিরিজে

কোহলি-রোহিতকে দলে চান গম্ভীর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী আগস্ট মাসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাদের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। তবে সেই সিরিজে ভারত দল নিজেদের তারকা খেলোয়াড়দের পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় কাটছে না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং জসপ্রিত বুমরাহ বিসিসিআই কে জানিয়েছেল যে তারা লঙ্কানদের বিপক্ষে সিরিজে খেলবেন। তবে তাদের দলে টানার ইচ্ছা আছে সদ্য ভারত দলের কোচের দায়িত্ব নেওয়া গৌতম গম্ভীরের।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, হার্দিক পান্ডিয়াও ওয়ানডে সিরিজে থাকতে চান না। তবে হার্দিক অবশ্য ব্যক্তিগত কারণে ওয়ানডে সিরিজ থেকে নাম বাদ দিতে চান। তবে হার্দিক পুরোপুরি ফিট আছেন।

ভারতের সাবেক ওপেনিং ব্যাটার এবং বর্তমান কোচ গম্ভীর স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার সিরিজের পরে ভারতীয় ওয়ানডে দলের দীর্ঘ বিরতি থাকবে। তাই তিনি কোহলি, রোহিত এবং বুমরাহের মতো সিনিয়র তারকাদের দলে চান।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত-বিরাটরা তাদের পরিবারের সাথে বিশ্রাম এবং বিদেশ ভ্রমণ করতে চান। তবে গম্ভীরের আবেদনে এখনও কোন সাড়া দেননি কেউই। দলের সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে বোঝাপড়াতা কেমন হয় নতুন কোচের তা দেখতেই অপেক্ষায় আছেন সমর্থকরা।

ইয়ামালের গোলটিই ইউরোর সেরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পুরো টুর্নামেন্টেই ইয়ামাল ছিলেন দুর্দান্ত। চার অ্যাসিস্টের পাশাপাশি একটি গোলও করেছেন তিনি। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে করা তার গোলটিই এবারের আসরের সেরা গোল।

ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা উয়েফার টেকনিক্যাল পর্যবেক্ষকেরা ইউরো ২০২৪এর সেরা ১০টি গোল নির্বাচন করেছে। তার মধ্যে ইয়ামেলের গোলটিগোল অব দ্য টুর্নামেন্টবা টুর্নামেন্টের সেরা গোল হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

এবারের আসরে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সেমিতে ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নাম স্পেন। সে ম্যাচে ফ্রান্স প্রথম গোলটি করেছিল। তবে ম্যাচের ২১ মিনিটে ইয়ামালের ডি-বক্সের বাইরে করা গোলে ঘুরে দাঁড়ায় স্পেন। তখন অবশ্য ধারাভাষ্যকাররা বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে এবারের আসরের সেরা গোল এটিই। শেষ পর্যন্ত সেটাই ১০০ ভাগ সঠিক হলো।

এবারের ইউরোর সেরা বাকি ৯টি গোল যথাক্রমে হলো-

দ্বিতীয় - জুড বেলিংহামে (ইংল্যান্ড) স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে

তৃতীয় - জেরদান শাকিরি (সুইজারল্যান্ড) স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে

চতুর্থ - নিকোলাই স্ট্যানসিউ (রোমানিয়া) ইউক্রেনের বিপক্ষে

পঞ্চম - আরদা গুলের (তুরস্ক) জর্জিয়ার বিপক্ষে

ষষ্ঠ - মার্ত মুলডুর (তুরস্ক) জর্জিয়ার বিপক্ষে

সপ্তম - ফাবিয়ান রুইজ (স্পেন) ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে

অষ্টম - ওলি ওয়াটকিন্স (ইংল্যান্ড) নেদারল্যান্ডের বিপক্ষে

নবম - মাত্তিয়া জাক্কাগনি (ইতালি) ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে

দশম - জাভি সিমন্স (নেদারল্যান্ডস) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে

এই শীতেই চার হাত এক?

শুভমনকে নিয়ে কী বললেন রিধিমা ?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বরাবরই চর্চায় থাকে শুভমন গিলের ব্যক্তিগত জীবন। কখনও তাঁর নাম জড়ায় কিংবদন্তী ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকরের মেয়ে সারা তেন্ডুলকরের সঙ্গে। আবার কখনও তাঁর নাম জড়িয়েছে সইফ কন্যা তথা বলি নায়িকা সারা আলি খানের সঙ্গে। এর মধ্যেই নয়া আপডেট। এবার নাকি মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছেন শুভমন। এবার ভারতীয় দলের এই তরুণ ওপেনারের নাম জড়াল সিনে ইন্ড্রাস্ট্রির পরিচিত মুখ রিধিমা পণ্ডিতের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে গুঞ্জন। শোনা যাচ্ছে, চলতি শীতেই নাকি রিধিমা আর শুভমনের চার হাত এক হতে চলেছে। মূলত ছোট পর্দার অভিনেত্রী রিধিমা। 'বহু হামারি রজনীকান্ত' সিরিয়ালের মুখ্যচরিত্র রজনীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিল রিধিমাকে। বিয়ের খবর শুনে মুখ খুলেছেন রিধিমা। শুভমনের সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শুভমনকে তিনি ডেট করছেন না। তিনি শুভমনকে চেনেনও না। তবে, যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে এই বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করব আমরা। একই সঙ্গে তিনি জানান, তাঁর মনে হয় শুভমন খুবই কিউট একজন মানুষ। এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের খবর নিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমার বিয়ে সম্পর্কে জানতে চেয়ে সাংবাদিকদের থেকে অনেক ফোন পেয়ে ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু আমি মোটেই বিয়ে করছি না। যদি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই তা হলে সবার আগে আমিই ঘোষণা করব। এই খবরের কোনও সত্যতা নেই।'

দিল্লি ক্যাপিটলস কি ছাড়ছেন ঋষভ পন্থ?

IPL-এ কোন দলে দেখা যেতে পারে তাঁকে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৫ এর IPL আসতে এখনও প্রায় এক বছর দেরি। কিন্তু তারই মধ্যে ক্রীড়া মহলে বেশ কিছু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। যা রীতিমতো চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। যে সব গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ঋষভ পন্থের নাম। শোনা যাচ্ছে দিল্লি ক্যাপিটলস ছাড়তে পারেন ঋষভ। পরিবর্তে তাঁকে কিনতে পারেন চেন্নাই সুপার কিংস। দৈনিক জাগরণে এই সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ঋষভের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি নয় দিল্লির ম্যানেজমেন্ট। আর সেই কারণেই দল ছাড়তে পারেন তিনি। এদিকে ২৬ বছর বয়সী ওই ক্রিকেটার দিল্লি ছাড়লেই তাঁকে নিতে পারে চেন্নাই সুপার কিংস। চেন্নাই দলের এক কর্মকর্তা দৈনিক জাগরণকে জানিয়েছেন, তাঁদের তরফে ধোনির বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই কারণে ঋষভকে উইকেট কিপার হিসেবে দলে নেওয়া হতে পারে। ৪৩ বছর বয়সী ধোনিকে ২০২৫ সালের IPL-এ নাও দেখা যেতে পারে।

কম বয়সে অভিষেকের রেকর্ড সুলিভানের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফিলাডেলফিয়ার হোম ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ৮৫তম মিনিটে মাঠে নামেন সুলিভান। এ সময় ফুটবলারের বয়স ছিল ১৪ বছর ২৯৩ দিন। এতদিন মেজর লিগ সকারে সবচেয়ে কম বয়সী ফুটবলার হিসেবে অভিষেকের রেকর্ডটি ছিল ফ্রেডি আদুর দখলে। ডিসি ইউনাইটেডের হয়ে ২০০৪ সালে এই রেকর্ডটি গড়েছিলেন তিনি। অভিষেকের সময় আদুর বয়স ছিল ১৪ বছর ৩০৬ দিন।

সুলিভানের কাছে রেকর্ড হারালেও মন খারাপ করছেন না আদু। উল্টো সুলিভানকে শুভকামনা জানিয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় এই ফুটবলার লিখেছেন, 'রেকর্ডটি ভাঙার জন্য কেভান সুলিভানকে শুভকামনা জানাচ্ছি। মেজর লিগ সকারে সবচেয়ে কম বয়সী ফুটবলার হিসেবে অভিষেকের রেকর্ডটি ভাঙা কঠিন ছিল। সুলিভান সেটা করে দেখিয়েছে। তোমার ভালো হোক সুলিভান।'

মেজর লিগ সকারে সুলিভানের রেকর্ড গড়া অভিষেকের দিনে বিশাল জয় তুলে নিয়েছে ফিলাডেলফিয়া। নিউ ইংল্যান্ডকে ৫-১ গোলে পরাজিত করেছে স্বাগতিকরা। ফিলাডেলফিয়াতে সতীর্থ হিসেবে বড় ভাই কুইনকে পেয়েছেন সুলিভান। পেশাদার ফুটবলে ছোট ভাইয়ের পথচলার দিনে একবার জালের দেখা পান তিনি।

ফিলাডেলফিয়ার দাপুটে জয়ের মূল কারিগর তাই বারিবো। দারুণ এক হ্যাটট্রিকের দেখা পেয়েছেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার। স্বাগতিকদের হয়ে বাকি গোলটা করেন জ্যাকব গ্লেসনেস। ম্যাচের শেষদিকে মাঠে নেমে প্রায় জালের দেখা পেয়ে যাচ্ছিলেন সুলিভান। অতিরিক্ত সময়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শট করেন এই মিডফিল্ডার। যদিও শটটি ঠেকিয়ে দেন নিউ ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক আলজাজ ইভাসিস।

ভারতীয় ফুটবল দলের

নতুন কোচের নাম ঘোষণা, কে নিচ্ছেন গুরপ্রীতদের দায়িত্ব?

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন হেড কোচের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। স্টিম্যাচ পরে ভারতের হেড কোচ হিসেবে নিযুক্ত হতে চলেছেন মানোলো মার্কেজ।

জানা গিয়েছে, ৩ বছরের চুক্তিতে স্প্যানিশ কোচ মানোলোকে সই করাতে চলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ভারতীয় দলের পাশাপাশি ২০২৪-২৫ মরশুমে এফসি গোয়ার দায়িত্বও পালন করবেন মার্কেজ। তার পরের মরশুম থেকে অবশ্য শুধু ভারতীয় দলেরই দায়িত্বে থাকবেন মার্কেজ। গোয়ার দায়িত্ব নেওয়ার আগে মার্কেজ তিন বছর হায়দরাবাদের কোচ ছিলেন। সেই সময় ২০২১-২২ মরশুমে হায়দরাবাদ এফসির হয়ে আইএসএলও জেতেন মার্কেজ। তাঁর কোচিংয়ে গোয়া আইএসএলে তিন নম্বরে শেষ করেছিল গোয়া। এবার ভারতীয় দলের কোচ হয়ে আশানুরূপ সাফল্য আনতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

এর আগে ইগর স্টিম্যাচের ৫ বছরের কোচিংয়ে ভারত ৫৩টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১৯টি ম্যাচে জয় পেয়েছিল। দু'বার সাফ কাপ জিতলেও বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার থেকে বিদায় নেওয়ার ফলে চাকরি যায় ইগর স্টিম্যাচে। ইগর স্টিম্যাচের চাকরি যাওয়া নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। সুনীল পরবর্তী ভারতীয় ফুটবলে মানোলো মার্কেজ ভারতীয় ফুটবলকে কোন পথে নিয়ে যান সেটাই দেখার।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে

ফিরছেন ডি মারিয়া!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তবে আবারও ডি মারিয়াকে দেখা যেতে পারে মাঠে। আলবিসেলেস্তেদের জার্সি পরে মাঠে নামতে যাচ্ছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানা দি মারিয়াকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেবে আর্জেন্টিনা। এই উপলক্ষ্যে আরও এক ম্যাচে দেখা যেতে পারে তাকে।

কোপা আমেরিকায় রেকর্ড ১৬তম বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ছুটিতে আছেন আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়রা। আপাতত নেই কোনো আন্তর্জাতিক কিংবা ক্লাব ফুটবলের ব্যস্ততা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পরবর্তী ম্যাচ ৫ সেপ্টেম্বর চিলির বিপক্ষে। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইয়ে মাঠে নামবে লিওনেল স্কালোনির শিষ্যরা।

চিলির বিপক্ষে ম্যাচেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ডি মারিয়াকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেবে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম মুন্দো আলবিসেলেস্তে। রেডিও লা রেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দি মারিয়ার স্ত্রী জোর্জেলিনা জানিয়েছেন, ম্যাচে নিজের জার্সি নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে ১১ মিনিট খেলতে পারেন ডি মারিয়া।

এবারের কোপা আমেরিকা শুরুর আগেই দি মারিয়া জানিয়েছিলেন, টুর্নামেন্টটি খেলে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন। ফাইনালের ১১৭ মিনিট হয়ে রইলো দেশের হয়ে তার জীবনের শেষ স্মৃতি। ২০০৮ থেকে শুরু করে ২০২৪- ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে দি মারিয়া খেলেছেন ১৪৫ ম্যাচ। করেছেন ৩১ গোল এবং ৩২টি অ্যাসিস্ট। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট থেকে শুরু করে গত ৪টি টুর্নামেন্টের ফাইনালে গোল করে দলের অবদান রেখেছেন তিনি।

২০২১ সালে তার একমাত্র গোলে দীর্ঘদিনের শিরোপা খরা কাটিয়ে কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তেরা, এরপর একে একে বিশ্বকাপ, ফিনালিসমা এবং আরও একবার কোপা আমেরিকার শিরোপা ঘরে তুলে তারা।

অলিম্পিক্সের পাঁচ রঙা প্রতীক, জানেন কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল এই পাঁচ রঙ?

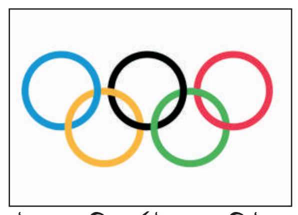

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বজুড়ে যেন স্পোর্টস কার্নিভাল চলছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, কোপা, ইউরো শেষ হয়েছে। এবার অলিম্পিক্সের পালা। অলিম্পিক্সকে পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা হিসেবে ধরা হয়। প্রতিটি দেশেরই ক্রীড়াবিদদের স্বপ্ন থাকে এই আসরে অন্তত একবার অংশগ্রহণ করা। আর অলিম্পিকে পদকজয় যেন সেই স্বপ্নের মধুরেণ সমাপয়েৎ।

অলিম্পিক্সের কথা উঠলেই চোখে ভাসে একটি চিরাচরিত সিম্বল। একটি সাদা পতাকা আর তার উপর নীল, কালো, লাল, হলুদ এবং সবুজ রঙা পাঁচটা রিং। অলিম্পিক্স শুরুর আর কয়েকদিন বাকি। তার আগে আজ জেনে নেওয়া যাক এই পাঁচ চাকতির গল্প। পাঁচ চাকতির অর্থ কী?

অলিম্পিক্সের সাদা পতাকার উপর দেখা যায় নীল রঙের গোল চাকতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে হলুদ। আবার হলুদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কালো। আবার কালোর পাশের লাল রঙের গোল চাকতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সবুজ। আবার ওই সবুজের সঙ্গে রয়েছে কালোর সংযুক্তি। এই পাঁচ রঙের মানে সম্পূর্ণ আলদা। যিনি এই রিং তৈরি করেছিলেন তাঁর ভাবনা অনুযায়ী, এই পাঁচ রঙ পাঁচটি মহাদেশকে বোঝাচ্ছে। নীল রঙের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ইউরোপকে। এশিয়াকে বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে হলুদ। আর কালো রঙ বোঝাচ্ছে আফ্রিকাকে, সবুজ আর লাল রঙ বোঝাচ্ছে ওশিয়ানিয়া আরামেরিকাকে। ১৯১২ সালে অলিম্পিক্সের এই প্রতীকটি তৈরি করেন আধুনিক অলিম্পিকের অন্যতম উদ্যোক্তা পিয়েরে দে কোবার্টিন। একটি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর তিনি এই প্রতীকী এঁকেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই পাঁচ রঙা রিং পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক। তাছাড়াও গোটা পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, যাঁদের জাতীয় পতাকায় সাদা, নীল, কালো, লাল, হলুদ অথবা সবুজ রঙের ব্যবহার নেই। ১৯২০ সালে অলিম্পিক্সে প্রথমবার এই পাঁচ রঙা রিং প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে এতে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসা হয় আইওসি-র তরফে। এরপর ১৯৮৬ সালে আইওসি-র গ্রাফিক স্ট্যান্ডার্ড অলিম্পিক প্রতীকের নতুন ভার্সান প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ সালে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় পিয়েরের মডেল। প্যারিস অলিম্পিক্স শুরু হচ্ছে ২৬ জুলাই থেকে। চলবে ১১ অগাস্ট পর্যন্ত। সেন নদীতে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অভিনব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে ইতিমধ্যেই আইফেল টাওয়ারে উন্মোচন করা হয়েছে অলিম্পিক্সের প্রতীক বা সিম্বল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR